দেশ
১৪ এপ্রিল ১৯৮৪

প্রিয়দর্শিনীর ভারতনাট্যম

ভারতনাট্যম ও মোহিনী অট্টম নাচের একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হল গত ১৯ ফেব্রুয়ারী বিদ্যামন্দিরে। প্রিয়দর্শিনী ঘোষের এই নৃত্যসন্ধ্যা ছিল তাঁর অরেঙ্গাত্তম যার অর্থ ইংরেজিতে debut, বাংলায় বলা যেতে পারে জনসমক্ষে শিল্পীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। অরেঙ্গাত্তমে নর্তকীর গুরুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাই প্রিয়দর্শিনীর গুরু শ্রীমতী থাংকমনি কুট্টি— যিনি কলকাতায় ভারতনাট্যমের সঙ্গে মোহিনী অট্টমের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন— ঐ সন্ধ্যায় পরিবেশিত দু'টি পদগুচ্ছের প্রতিটি পদের নৃত্যবিন্যাস ও রচনায় বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং সঙ্গীতাংশের নটুভঙ্গমের দায়িত্ব নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয়দর্শিনী ঘোষ

প্রিয়দর্শিনীর তন্বী নমনীয় দেহ এবং মঞ্চস্বাচ্ছন্দ্যে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সাফল্যের প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম শ্লোকটি নিয়ে রচিত গানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত 'নটনাঞ্জলি' এবং পরের নৃত্যপদ 'কুবের কবিত্থম'-এ কিন্তু তিনি সেই প্রতিশ্রুতি অংশত রাখতে পেরেছিলেন। পরের দুটি পদ 'জাতিস্বরম' ও 'ভর্নম'-এর প্রথমটির অবিমিশ্র নৃত্ত-এ এবং দ্বিতীয়টির নৃত্ত ও নৃত্যের সুষম সম্মিলনে প্রিয়দর্শিনী তাঁর নৃত্যকলায় অনায়াস দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম পদটিতে যাত্তির নানা সূক্ষ্ম কারুকাজ স্বচ্ছ চারুতায় বিকশিত করতে পেরেছিলেন যদিও থিরমানম অংশগুলিতে তাঁর লক্ষণীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে নান্দনিক সুষমা সমান মাত্রায় মিলিত হয়নি। 'নারায়নণীয়ম'এ কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় প্রিয়দর্শিনীর সপ্রাণ অভিনয়কুশলতা— বিশেষ করে সঞ্চারী অংশে— দর্শকদের চিত্তজয় করেছিল সহজে। এই পদটি একটু সংক্ষিপ্ত হলে সামগ্রিকভাবে রসোত্তীর্ণ হত। ছন্দোময় দেহসঞ্চালনের লাবণ্যে ও দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্যে ও ভাস্কর্যপ্রতিম স্পষ্টতায় তিলানা পদটি খুবই মনোমত হয়েছিল।

যেহেতু কলকাতায় মোহিনী অট্টম দেখার সুযোগ বড় একটা পাওয়া যায় না, এই সন্ধ্যার দ্বিতীয়াংশের অনুষ্ঠান সূচী খুবই আগ্রহের সঞ্চার করেছিল দর্শকদের মনে। এই নৃত্যকলায় ভারতনাট্যম ও কথাকলির যে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা সহজেই প্রত্যক্ষ করা গেল প্রিয়দর্শিনীর 'শ্যামল স্তোত্রম'-এ ও 'চোলকেট্টুতে'। সহজ পদচারিতা, সরল দেহভঙ্গী এবং বাহুল্যহীন অঙ্গসজ্জায় কালিদাসের মাণিক্যবীণানুপানলয়স্থি শ্লোকের এক কান্তিময় নৃত্যালেখ্য রচিত হল প্রথম পদটিতে। দ্বিতীয়টিতে প্রিয়দর্শিনী মোহিনী অট্টমের নৃত্ত সৌন্দর্যের সারল্য ও লাবণ্য বিকশিত করলেন; যদিও দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্য ছিল না কোনটিতেই। 'মধুর মধুর বেণু গীতম' এবং 'পন্থাদিক্কম নমোনিক্কু' এই দুটি পদমে মোহিনী অট্টমের স্থায়ীভাব শৃঙ্গারের পরিশিলীত এবং দৃষ্টি শোভন ব্যবহার দেখতে পাওয়া গেল। মোহিনী নারীর ছন্দোময় দেহসঞ্চালন ও পদচারিতায় বল খেলার অভিনয় এবং মায়াবী দৃষ্টি হেনে সঙ্গীদের আহ্বান করার নানা নয়নাভিরাম দেহভঙ্গীতে দ্বিতীয় পদমটি ছিল সেদিন সন্ধ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যপদ। নৃত্যভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও দেহসঞ্চালনের সপ্রাণতায় প্রিয়দর্শিনীর মোহিনী অট্টমের তিলানাও খুব উপভোগ্য হয়েছিল। তবে তাঁকে আরও যত্ন নিতে হবে মুক্তভঙ্গী ও নিতম্ব সঞ্চালন আরও ত্রুটিমুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে। সঙ্গীতাংশে লক্ষ্মীনারায়ণের গান, কাননের মৃদঙ্গ, হরিহরণের বাঁশী, গীতা মূর্ত্তির বেহালা এবং রবি মল্লিকের সেতার এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের প্রভূত সহযোগিতা করেছে। মোহিনী অট্টমের সঙ্গে কেশবনের এডাক্কা অপরিহার্য ছিল।

মনসিজ মজুমদার